"নকলকে না বলি, দিন বদলে দৃঢ় প্রত্যয়ে দেশটাকে গড়ে তুলি।"

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jashoreboard.gov.bd

২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরমপূরণের বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি নং-মাধ্য/পনি/৬৩/১৩৭ তারিখ : ১৫/১০/২০১৯ খ্রিঃ

এতদ্বারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর এর আওতাধীন অনুমোদিত সকল মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০২০ সালে অনুষ্ঠিতব্য মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার online এ পরীক্ষার্থী নির্বাচন (e-ES), প্রয়োজনীয় ফিস জমা দেয়ার তারিখ, ফিস এর হার ও নিয়মাবলী নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

ক্রমিক	বিবরণ	তারিখ
১.	রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে জিপিএ উন্নয়ন এবং আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহে এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থী (যার ক্ষেত্রে যতটি প্রযোজ্য) হিসাবে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরাবর সাদা কাগজে আবেদনের শেষ তারিখ : নোট : যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সালের পরীক্ষায় জিপিএ ৫.০০ (পাঁচ) এর কম পেয়েছে, তারা জিপিএ উন্নয়নের জন্য ২০১৯ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহনের সুযোগ পাবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী ব্যতীত নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সকল ছাত্র/ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। তবে যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়।	২৪/১০/২০১৯
২.	নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল প্রকাশের শেষ তারিখ :	০৫/১১/২০১৯
৩.	২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে রেজিস্ট্রেশন কেবল এক বিষয়ে (৪র্থ বিষয় ছাড়া) অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ নবায়নের শেষ তারিখ	০৭/১১/২০১৯ হতে ১৪/১১/২০১৯
৪.	যশোর বোর্ডের ওয়েব সাইটে Institute Panel (institute.jessoreboard.gov.bd) এ তালিকা প্রদর্শন	০৭/১১/২০১৯
৫.	প্রদর্শিত সম্ভাব্য তালিকা হতে online এ পরীক্ষার্থী নির্বাচনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন ও বিলম্ব ফিস ছাড়া "সোনালী সেবার" মাধ্যমে ফিসের অর্থ জমা দেয়ার শেষ তারিখ : উল্লেখ্য, (ক) একই নামের একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকলে প্রকৃত পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নির্বাচন করতে হবে, যাতে প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষার্থীর নাম নির্বাচিত না হয়। অনুরূপ ভুলের জন্য যাবতীয় দায় বিদ্যালয় প্রধানকে বহন করতে হবে। (খ) নির্বাচিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা মুদ্রণ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ তালিকা বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রয়োজনে চাহিবামাত্র তা বোর্ডে জমা দিতে হবে।	০৭/১১/২০১৯ থেকে ১৪/১১/২০১৯
৬.	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০/-(একশত টাকা) হারে বিলম্ব ফি সহ পরীক্ষার্থী নির্বাচন ও **"সোনালী সেবার"** মাধ্যমে ফিসের অর্থ জমা দেয়ার শেষ তারিখ :	১৮/১১/২০১৯ থেকে ২১/১১/২০১৯
৭.	যশোর বোর্ডের ওয়েব সাইটে Institute Panel (institute.jessoreboard. gov.bd) এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (probable list) থেকে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করার পর Payment Slip অপশন থেকে সোনালী সেবার স্লিপ প্রিন্ট করে সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হবে।	
৮.	ইতিপূর্বে online এ নিবন্ধনের জন্য স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত password ব্যবহার করে পরীক্ষার্থী নির্বাচনসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	

০২। বিভিন্ন প্রকার ফিসের হার : ক) পরীক্ষা ফিস :

পরীক্ষার্থীর প্রকার	পরীক্ষার্থীর ফি (প্রতিপত্র)/ বিষয়	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (প্রতি পত্র)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	সনদপত্র ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনিয়মিত ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	অনুমতি ও তালিকাভুক্তি ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	বয়স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (প্রতি পরীক্ষার্থী)	ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি (প্রতি প্রতিষ্ঠান)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	-	--	১৫.০০	৫.০০	৩০০.০০
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতিপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	--	১৫.০০	৫.০০	
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী যারা ইতিপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	--	১০০.০০	--	১৫.০০	৫.০০	
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১০০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১৫.০০	৫.০০	

খ) **বিলম্ব ফিস :** প্রতি পরীক্ষার্থী (যার বেলায় প্রযোজ্য) ১০০.০০ (একশত) টাকা।

গ) **কেন্দ্র ফিস :** (সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব বরাবর জমা দিতে হবে)

১) সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই (জনপ্রতি) ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা।

২) সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে (জনপ্রতি)৪০০.০০ (চারশত) টাকা + ব্যবহারিক প্রতি বিষয়ে ১০/-(দশ) টাকা হারে আদায় করতে হবে যা অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকের সম্মানী হিসাবে কেন্দ্র পরিশোধ করবে (আই সি টি ছাড়া)।

৩) এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষদের জন্য) প্রতি পত্র ১০/-(দশ) টাকা । (ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পরপরই কেন্দ্র সচিব ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফিস বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষককে উত্তপত্র প্রতি ০৫/- (পাঁচ) টাকা হারে এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ০৫/- (পাঁচ) টাকা হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন।) উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে, এ ক্ষত্রে ব্যবহারিক ফি ২৫/- টাকা হবে, যার বিভাজন কেন্দ্র ০৭/-(সাত) টাকা ও প্রতিষ্ঠান ১৮/- টাকা প্রাপ্ত হবে।

ঘ) পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের মোট ফি :

বিজ্ঞান বিভাগ (নিয়মিত) (৪র্থ বিষয়সহ)		ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ (নিয়মিত) (৪র্থ বিষয়সহ)		মানবিক বিভাগ (নিয়মিত) (৪র্থ বিষয়সহ)	
১। বোর্ড ফি-	১৫০৫.০০ টাকা	১। বোর্ড ফি-	১৪১৫.০০ টাকা	১। বোর্ড ফি-	১৪১৫.০০ টাকা
২। কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৬৫.০০ টাকা	২। কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৩৫.০০ টাকা	২। কেন্দ্র ফি (ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৩৫.০০ টাকা
মোট :	১৯৭০.০০ টাকা	মোট :	১৮৫০.০০ টাকা	মোট :	১৮৫০.০০ টাকা

উল্লেখ্য, শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি এর বেশি ফি কোন অজুহাতেই আদায় করা যাবে না।

৩। **পরীক্ষার মাধ্যম :** বাংলা/ইংরেজি ভার্সন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা যাবে। ইংরেজি ভার্সনে পাঠদানের অনুমতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষার্থী থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে নিম্নের "ছক" অনুযায়ী দুই কপি তালিকা উপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক) এর নিকট হাতে হাতে ৩১/১০/২০১৮ তারিখের মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভার্সনে পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এতে শিক্ষার্থীদের কোন অসুবিধা হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।

"ছক"

ক্রমিক নং	শিক্ষা বর্ষ	শাখা	বিষয়	বিষয় কোড	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬

৪। **নিয়মিত পরীক্ষার্থী :**

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র/ছাত্রীগণ ২০২০ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করবে।

৫। **অনিয়মিত পরীক্ষার্থী :**

ক) ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী ছাত্র/ছাত্রী যারা ২০১৮ এবং ২০১৯ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২০ সনের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে কোন অবস্থাতেই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

খ) ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশ গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় বাদে ০১(এক) থেকে ০৪(চার) বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে ২০২০ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে তারা ইচ্ছা করলে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

গ) ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষায় ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয় বাদে ০১(এক) থেকে ০৪(চার) বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ২০১৯ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি বা অংশগ্রহণ করে পুনরায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ থাকলে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২০ সনের পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহের অথবা সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

ঘ) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন : ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী অথচ চতুর্থ বিষয় বাদে এখনো এক বিষয়ে অকৃতকার্য আছে এবং রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ শেষ, তারা বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশন মেয়াদ কেবলমাত্র এক বছরের জন্য নবায়ন করে ২০২০ সনের এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। পূর্ববর্তী সনের পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপিএ/পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপিএ-র সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ণয় করা হবে।

ঙ) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন প্রক্রিয়া : ঘ. এ উল্লেখিত রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর "পরীক্ষার্থী নির্বাচনের" পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান রেজিস্ট্রেশন নবায়ন ফি প্রতি পরীক্ষার্থী ৩০০/- (তিন শত) টাকা হারে সোনালী ব্যাংকের **"সোনালী সেবার"** মাধ্যমে জমাদানপূর্বক প্রাপ্ত রশিদের ফটোকপিসহ নিম্নের ছক অনুযায়ী দুই কপি তালিকা, মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর টেবুলেশন শিটের সত্যায়িত ফটোকপিসহ **বিদ্যালয় পরিদর্শক এর দপ্তরে ২০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে জমা দিয়ে নবায়নকৃত রেজিস্ট্রেশন কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।**

পূর্ববর্তী পরীক্ষার সন ও রোল	পরীক্ষার্থীর নাম ও পিতার নাম, মাতার নাম	রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ	যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে রেজিস্ট্রেশনকৃত তার নাম	অকৃতকার্য বিষয়ের নাম ও কোড নম্বর
১	২	৩	৪	৫

৬। ০১/০১/২০২০ তারিখে ১৪ (চৌদ্দ) বছরের কম অথবা ২০ (বিশ) বছরের উর্দ্ধ বয়সী কোন ছাত্র/ছাত্রী ২০২০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৭। নিবন্ধনবিহীন/নিবন্ধনের সময়সীমা উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পরবে না। সম্ভাব্য তালিকায় **(probable list)**-এ তাদের নাম **online**-এ প্রেরণ করা হবে না।

৮। অন্য বোর্ড থেকে আগত পরীক্ষার্থীরা নিবন্ধন রশিদ অত্র বোর্ডের নিবন্ধন বিভাগে জমা দানপূর্বক যথাসময়ে পুনরায় অত্র বোর্ড হতে নিবন্ধন সংগ্রহ করে পরীক্ষার্থী নির্বাচন করতে হবে।

৯। **জিপিএ উন্নয়ন :** কেবলমাত্র ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে ২০২০ সনের পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০২০ সনে জিপিএ উন্নয়ন না হলে পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। যে সকল পরীক্ষার্থী ২০১৮ সনের এসএসসি পরীক্ষায় এক থেকে চার বিষয়ে (ঐচ্ছিক বিষয় বাদে) অকৃতকার্য হয়ে ২০১৮ সনে এসএসসি পরীক্ষায় উক্ত বিষয় বা বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা ২০২০ সালে এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়ন অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

১০। **বহিস্কৃত পরীক্ষার্থী :** বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে এবং রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকলে তারা ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

১১। **চতুর্থ বিষয়ের সুবিধা :** ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ **শিক্ষাবর্ষের** রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা ২০১৮ ও ২০১৯ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে সকল বিষয়ে ২০২০ সালের পরীক্ষা দিলে ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয়ের সুবিধা পাবে এবং ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-২০১৮ **শিক্ষাবর্ষের** রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা যারা ২০১৮ ও ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং এক থেকে চার বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে ২০২০ সনের এসএসসি পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলে, তারা ঐচ্ছিক (৪র্থ) বিষয়ের সুবিধা পাবে।

১২। **পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়/বিষয়সমূহ :** শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডে উল্লেখিত বিষয়/বিষয়সমূহেই তাকে পরীক্ষায় **অংশগ্রহণ করতে হবে। বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিষয় পরিবর্তন না করে রেজিস্ট্রেশন কার্ড/প্রবেশপত্র বহির্ভূত কোন বিষয়/বিষয়সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে অংশগ্রহণকৃত উক্ত বিষয়/বিষয়সমূহ বাদ দিয়েই তার ফল প্রকাশ করা হবে।**

১৩। অত্র বোর্ডের অধীনে কেহই প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারবে না।

১৪। **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন :** কোন অবস্থাতেই এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনকৃত অন্য শিক্ষার্থী অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তবে পিতা/মাতা/অভিভাবকের বদলি বা অন্য কোন কারনে পরীক্ষার্থী বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয় পরিবর্তনকারী **online**-এ ফরম পূরণের সময় ছাত্র/ছাত্রীর নাম তালিকাভুক্ত করা না গেলে বিদ্যালয় পরিদর্শক কর্তৃক ছাড়পত্র (T.C) এর অনুমতির সত্যায়িত ফটোকপিসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এর নিকট ২ কপি আবেদন জমা দিতে হবে।

১৫। **স্ক্রাইব নিয়োগ :** বোর্ডের অনুমতিক্রমে কোন অন্ধ প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) সংগে নিয়ে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রুতি লেখক অষ্টম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত হতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বৃদ্ধির বিধান কার্যকর থাকবে। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। উল্লেখিত বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে ডাক্তারের সনদ/প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজ সেবা দপ্তরের সনদ, রেজিস্টেশন কার্ডের ফটোকপি, আবেদনকারী ও স্ক্রাইব (শ্রুতি লেখক) উভয়ের পাসপোর্ট সাইজের ০২ (দুই) কপি করে সত্যায়িত ছবি এবং শ্রুতি লেখক অভিভাবকের সম্মতিপত্র ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নের প্রত্যয়নপত্র আগামী ১৫-০১-২০২০ তারিখের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষা দপ্তরে জমা দিতে হবে।

১৬। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন অভিযোগ দায়ের করতে হলে অভিযোগকারীকে (সোনালী ব্যাংকের **"সোনালী সেবার"** মাধ্যমে ২০০০/-(দুই হাজার) টাকা ফিস জমা দিতে হবে।

১৭। স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের সকল মেন্যুতে তথ্য আপলোড এবং হালনাগাদ না থাকলে পরীক্ষার্থী নির্বাচন (e-ES) করা যাবে না।

১৮। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ২০২০ সনের এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ করার জন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।

১৯। পুনঃনিরীক্ষা : পরীক্ষার্থী যে সকল বিষয়ে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করতে ইচ্ছুক, তাদেরকে ফলাফল প্রকাশের পর আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে টেলিটকের মাধ্যমে SMS করতে হবে। কোন ক্রমেই হাতেহাতে আবেদন বোর্ডে জমা নেয়া হবে না।

২০। পাঠ্যসূচি :

ক) ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ২০২০ সালের সিলেবাসের (বাংলা-১ম ও ইংরেজি-২য় পত্র ব্যতীত) মানবন্টন ও সময় অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।

খ) বাংলা-১ম (বিষয় কোড-১০১) ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ২০১৮ সালের সিলেবাসে এবং ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ২০২০ সালের সিলেবাসে এবং ইংরেজি ১ম পত্র (বিষয় কোড-১০৭) ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ২০১৭ সালের সিলেবাসে এবং ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ২০২০ সালের সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

গ) ২০১৬-২০১৭,২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শারিরীক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪৭) এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা (১৫৬) বিষয়সমূহ এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ করবে।

২১। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিজ প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে না। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার্থী স্থানান্তরের মাধ্যমে আসন বিন্যাস করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে

১৫/১০/১৯

(প্রফেসর মাধব চন্দ্র রুদ্র)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন ঃ ০৪২১-৬৮৬৬৬
মোবা ঃ ০১৭৩৩-২২২০০৩
ই-মেইল : controller@jessoreboard.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং-মাধ্য/পনি/৬৩/১৩৭ তারিখ : ১৫/১০/২০১৯ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হ'ল : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা ।
৩। জেলা প্রশাসক, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর ।
৫। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর।
৬। বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট/দিনাজপুর।
৭। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
৮। পুলিশ সুপার, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
৯। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, যশোর শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেল, যশোর।
১০। জেলা শিক্ষা অফিসার, খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা/কুষ্টিয়া/চুয়াডাঙ্গা/মেহেরপুর/যশোর/ঝিনাইদহ/মাগুরা/নড়াইল।
১১। এ বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার।
১২। এ বোর্ডের আওতাধীন সকল উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার।
১৩। এ বোর্ডের আওতাধীন সকল এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র সচিব এবং মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক।
১৪। এ বোর্ডের সকল কর্মকর্তা/সেকশন অফিসার।

১৫/১০/১৯

(শেখ আমিনুল ইসলাম)
সহকারী-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর